দেশে মৎস্যচাষ গবেষণায় দৃষ্টিকাড়া সাফল্য

বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায়, দেশী মাছের চাহিদা ব্যাপক হারে বেড়েছে। দেশের সাধারণ মানুষের ব্যাপক চাহিদা পূরণে দেশী কিছু মাছ যথেষ্ট অবদান রেখে চলেছে। বাংলাদেশে ১৭ কোটি মানুষের বার্ষিক মৎস্য চাহিদা প্রায় ৩৬.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন এই চাহিদার বিপরীতে বর্তমানে দেশে মাছ উৎপাদনের পরিমাণ ৩৪.১০ লক্ষ মেট্রিক টন (ডিওএফ)। দেশে জন প্রতি বার্ষিক মৎস্য চাহিদা গড়ে প্রায় ২০.৪০ কেজি, বর্তমানে জন প্রতি বার্ষিক মৎস্য ভক্ষণের পরিমাণ গড়ে প্রায় ১৮.৯৪ কেজি (ডিওএফ)। এ তথ্য নির্দেশ করে যে, অচিরেই বাংলাদেশ তার মৎস্য চাহিদার ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে চলেছে।

উল্লেখ্য যে, এক সময় দেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। কিন্তু শস্য ক্ষেতে কীটনাশকের যথেচ্ছ প্রয়োগ, অপরিকল্পিতভাবে বাঁধ নির্মাণ, জলাশয়ে বিভিন্ন কলকারখানার বর্জ্য নি:সরণ এবং জলাশয় শুকিয়ে মাছ ধরা, প্রভৃতি কারণে বর্তমানে দেশি মাছ পাওয়া যায় না বল্লেই চলে। এক্ষেত্রে আশার কথা, দেশে বহু বিপন্ন প্রজাতির মাছ বর্তমানে মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় (টেংরা, সরপুঁটি, মাগুর, শিং, পাঙ্গাস, ইত্যাদি) গবেষণাগারে প্রজনন ঘটিয়ে, এ মাছগুলোর পোনা মৎস্য গবেষকগণ আবার চাষের আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছেন।

এছাড়াও বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান দেশী বেশ কিছু মাছের বিপন্ন প্রায় অবস্থা থেকে এ গুলোকে আবার চাষের আওতায় আনতে সফল হয়েছেন। তাছাড়া কই মাছের বিশেষ এক রোগ প্রতিরোধক টিকা আবিষ্কার মৎস্য গবেষণার ক্ষেত্রে বড় একটা সাফল্য। যা এখন মাঠ পর্যায়ে মৎস্য চাষীগণ সিমিত পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করছেন।

সী-উইড চাষ ও এর ব্যবহার, মিঠাপানির ঝিনুকে ইমেজ মুক্ত উৎপাদনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন আরো একটি বড় সাফল্য। তাছাড়াও পারশে এবং বিলুপ্তপ্রায় মহাশোল মাছ চাষের প্রযুক্তি উদ্ভাবন আরো একটি সাফল্য বলা যায়। এর বাইরেও বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণ, পাশাপাশি মেকানিক্যাল ফিস ড্রায়ার উদ্ভাবনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত শুঁটকীমাছ উৎপাদন এবং এ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ আরো একটি বড় সাফল্য।

দেশের মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান উদ্ভাবিত, নতুন নতুন প্রযুক্তিসমূহ তৃণমূল পর্যায়ের মৎস্য চাষের আওতায় আনা এবং মাঠপর্যায়ে প্রযুক্তিগুলো ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ, দেশের মৎস্য চাহিদা পূরণে মাঠপর্যায়ে যে অবদান রেখে চলেছেন, সে কর্মযজ্ঞও অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বি.এফ.আর.আই) দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরীখে গবেষণা পরিচালণা করে থাকে। এ যাবৎ এ প্রতিষ্ঠান মৎস্য বিষয়ক ৫৭ টি প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছে। প্রযুক্তিগুলির মধ্যে ৪৬ টি মাছের প্রজনন, জীনপুল সংরক্ষণ, জাত উন্নয়ন ও চাষাবাদ বিষয়ক এবং অপর ১১টি মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান খুব বেশি দিন হয় নাই দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। এত অল্প সময়ের ব্যবধানে মৎস্য চাষ, প্রজনন, সংরক্ষণ, মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা, মৎস্য স্বাস্থ্য, চিকিৎসাসহ রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ বিষয়ে গবেষণা লব্ধ প্রযুক্তি উদ্ভাবণ এবং মাঠ পর্যায়ে এর প্রয়োগের মাধ্যমে অধিক মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণ, ইত্যাদি সবকিছু অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। আমরা বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিজ্ঞানী এবং তাঁদের কাজে সহায়তা প্রদানকারী এবং সার্বিকভাবে দেশের মৎস্য অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ এ ক্ষেত্রের সকলকে খামার প্রকাশনা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

'এ সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন তাঁদের জন্য রইলো আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। 'খামারে' প্রকাশিত লেখার সূত্র স্বীকার করে পুনর্মুদ্রণ করা যেতে পারে, কিন্তু তা অবশ্যই ব্যবসায়িক স্বার্থে নয়। সেক্ষেত্রে পুনর্মুদ্রিত লেখাটি সম্পাদকের অবগতির জন্য প্রেরণের অনুরোধ রইল। মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি বিষয়ক লাগসই প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ও প্রায়োগিক কৌশলসম্পন্ন উৎপাদনমুখী লেখা সাদরে গৃহীত হবে। প্রবন্ধের মতামত লেখকের নিজস্ব। প্রকাশিত লেখার জন্য লেখককে সম্মানী প্রদান করা হয়ে থাকে।